

হইতে পারে না। ‘শাস্ত্রফলং প্রসোক্তরি’ অর্থাৎ শাস্ত্রের ফল প্রয়োজক-কর্তৃনিষ্ঠ—তাহা স্বীকার না করিলে, ক্রিয়াফল পুরোহিত প্রভৃতি নিষ্ঠও হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহারাও তো যজ্ঞাদি কর্ম করিতেছেন, সুতরাং ক্রিয়াজ্ঞ ফলভাগী হইবেন না কেন? এই অভিপ্রায়ে মূল গতে উল্লেখ করা হইয়াছে—কর্তরি অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্তা শ্রীভগবানেই কর্মফল ভাবনা করিতেন। বাসুদেবই সর্বনিয়ামক বলিয়া সাক্ষাৎ কর্তা। মীমাংসকগণ যে বলেন—ক্রিয়াফল কর্তৃনিষ্ঠ ও দেবতানিষ্ঠ। এই দুইটি পক্ষের মধ্যে, কর্তৃনিষ্ঠক্রিয়া ফলবিচারে মুখ্যকর্তা শ্রীবাসুদেবনিষ্ঠরূপেই ক্রিয়াফল ইহাই বিচারপূর্বক দেখাইলেন। এইক্ষণ দেবতানিষ্ঠ যে ক্রিয়াফল সেই পক্ষ অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখাইতেছেন যে—দেবতাপক্ষ বিচারেও ক্রিয়াফল বাসুদেবনিষ্ঠই হইয়া পড়ে। এই অভিপ্রায়ে মূল গতে উল্লেখ আছে—“পরদেবতায়”; শ্রীবাসুদেবই যে পরদেবতা, তাহার হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—“সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রণামর্থনিয়ামকতয়া” অর্থাৎ শ্রীবাসুদেব সেই সকল দেবতার প্রকাশক মাত্র; সমূহের অর্থ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহাদের (ইন্দ্রাদি দেবতাগণের) বাসুদেবই নিয়ামক বলিয়া তাহারই প্রসন্নতা সম্পাদন কর্তব্য অর্থাৎ সর্বদেবতানিয়ামক বাসুদেব যদি প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে নিয়মিত ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বতঃই প্রসন্ন হইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবাসুদেবকেই প্রসন্ন করা কর্তব্য। কারণ নিয়ামক তত্ত্বের প্রসন্নতায় নিয়ম্যতত্ত্বের প্রসন্নতা স্বাভাবিক। অতএব, শ্রীবাসুদেব যখন সর্বদেবতার নিয়ামক তখন দেবতাশ্রয় অপূর্ব মীমাংসকগণের দ্বিতীয় মতেও ক্রিয়াফল বাসুদেবনিষ্ঠই হইয়া পড়ে। যেহেতু নিয়ামক তত্ত্বের প্রসন্নতায় নিয়ম্যতত্ত্বের প্রসন্নতা স্বাভাবিক; বিশেষতঃ শ্রীবাসুদেবই নিখিল কর্মের ফলদাতা—এ হেতু-জ্ঞও কর্মজ্ঞ ফল বা অপূর্ব এইপ্রকার ভাবনাই কর্মকর্তার কর্মানুষ্ঠানের নৈপুণ্য অর্থাৎ কৌশল। কারণ এইপ্রকার বাসুদেবে কর্মফল ভাবনা করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে হৃদয়ে রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি দোষ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়। মূলগতে “অধ্বযু্যভিঃ”—এইস্থানে বহুবচন নানাকর্ম্যানুষ্ঠানের অভিপ্রায়েই প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধর-স্বামীকৃত এই ব্যাখ্যায় শ্রীবিষ্ণুকে যজ্ঞের অঙ্গরূপে নির্দেশ থাকায় যজ্ঞের অঙ্গরূপে শ্রীবাসুদেবকে ভজন করা অত্যন্ত দোষাবহ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও উল্লেখ আছে যে—

উদ্दिश्य देवता एव जुहोति च ददाति च ।

स पायणीति विज्ञेयः स्वतन्त्रो वापि कर्मसु ॥